16/12/16

গুপ্ত সমুদ্রগুপ্তকে কেন বহুমুখী প্রতিভা মনে করা হয় তেমন

উত্তর

কেন সমুদ্রগুপ্তকে বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলা হয়

C.C. 3

উঃ:- প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যে কেবলমাত্র যুদ্ধ করতেই শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন তা নয়, প্রাচীন ভারতে যেসব সম্রাট বিদ্যানুরাগ ও কৃষ্টিচর্চার জন্য বিখ্যাত হয়েছেন সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন তাদের অন্যতম। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সময়সীমা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে, কেউবা ধরিয়া মনে করেন ৩৩০ খ্রী: হতে ৩৪৫ খ্রী: পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন, ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে তা হল ৩৩৫ খ্রী: হতে ৩৪০ খ্রী: পর্যন্ত সমুদ্রগুপ্ত রাজত্ব করেছিলেন।

ঐতিহাসিক উপাদান:- সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি নিম্নে আলোচিত।

লেখ, মুদ্রা ও সাহিত্য, লেখ গুলির মধ্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ হরিষেণের 'এলাহাবাদ প্রশস্তি', কাছাড়ে উৎকীর্ণ লেখ, এরণ লেখ, মথুরা লেখ ও নালা লেখের উল্লেখ যোগ্য। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সাঁচি ও বিলসড় স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এগুলি তাঁর রাজত্বকালের ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে খুবই মূল্যবান। মুদ্রাগুলির সাহায্যে যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। এ ব্যতীত পুরাণ গুলির নাম উল্লেখ করা যায়। ৯৮ টি পুরাণের মধ্যে কিছু পুরাণ লুপ্ত, কিছু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উল্লেখযোগ্য।

A রাজ্য জয় :— সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় সম্পন্ন করে উদ্যোগী হন, অন্য ভারতের এক রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি আর্য নিয়ন্ত্রণ করেন উত্তর ভারতের কেন্দ্র দক্ষিণাত্য আর, দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের কেন্দ্র অধিকার করা।

(i) উত্তর ভারত জয় :— এলাহাবাদ প্রশস্তির শুরুতে সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কাহিনীর বর্ণনা আছে, সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাপথ বিজেতা বলে উল্লেখিত হয়েছেন। সমুদ্রগুপ্তের সময় নাগবংশ ও নাগ ভাষীয় রাজারা খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, নাগবংশের নায়ক ছিল গণপতি নাগ, তাকে পরাজিত করতে না পারলে মুক্ত সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন সফল হবে না, সমুদ্রগুপ্ত আগে এর কারণের কোনো উপায় ছিল না। তিনি প্রথমে নাগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, গণপতি নাগকে পরাজিত করেন, নাগদের সর্বশক্তি হত্যা করার জন্য তাদের পরাজিত করেন, নাগদের সর্বশক্তি নাগবংশের সর্বশেষ শক্তি পরিচালনা করেন। এর পর তিনি নাগবংশের সর্বশেষ রাজা গণপতি নাগকে পরাজিত করেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে যে উত্তরাপথের সমুদ্রগুপ্ত ৭ জন রাজাকে পরাজিত করেন এবং নাগ রাজ বংশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। এই ৭ জন রাজা হলেন রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত (উত্তর ভারতের প্রাদেশিক নাগবংশীয় রাজা), চন্দ্রবর্মন (বাঁকুড়া জেলার পোকরণ নাগবংশীয় রাজা), গণপতি নাগ (মথুরা নাগবংশীয় রাজা), নাগসেন (পদ্মাবতী নাগবংশীয় রাজা), অচ্যুত (ভোপাল জেলার কোটা নাগবংশীয় রাজা), নন্দিন (উত্তর ভারতের কোন নদী তীরের নাগবংশীয় রাজা)

গ) আটবিক রাজ্য জয় :— গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল উপর অভিযান শুরু করার পর সমুদ্রগুপ্ত আটবিক রাজ্যগুলি জয় করেন। ড. রায়চৌধুরীর মতে এগুলি অবস্থিত ছিল আধুনিক মধ্যভারত ও ওড়িশা প্রদেশে, বিস্তৃত ছোটনাগপুর অঞ্চলে, বিস্তৃত ছোটনাগপুর অঞ্চলে এগুলির জয় করা হয়েছিল। আটবিক রাজ্যগুলি জয় করার পরে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে অভিযান করা সহজ হয়। তাই তিনি দক্ষিণ ভারতে অভিযান চালান। ড. সতীশ চন্দ্র মনে করেন, সমুদ্রগুপ্ত অভিযানে বিষ্ণু নাগ এবং বেশ কয়েকজন রাজাকে পরাজিত করেন। এই জয়ের ফলে রাজার গৌরব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এই সব অঞ্চল জয় করে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হন।

A দক্ষিণ ভারত জয় :— উত্তর ভারত জয় করে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ বিজয়ে বের হন। দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হন। ঐতিহাসিকদের মতে হল ভারতের মধ্য প্রদেশের মধ্য দিয়ে উড়িষ্যার উপকূল ~~দিয়ে~~ বাগে। তখন মধ্য প্রদেশের পূর্ব দিকে বিস্তৃত ছিল। তার পর গঞ্জাম, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও নেলোর জেলা অতিক্রম করে, এগোদাবরী, কৃষ্ণা ও নেলোর জেলা অতিক্রম করে, মাদ্রাজের দক্ষিণে কাঞ্চীপুরে পৌঁছান। দক্ষিণের এগারোটি প্রদেশ দক্ষিণাত্য বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

i) পরাজিত রাজা ও রাজ্যের নাম :— দক্ষিণ ভারত জয়ের ক্ষেত্রে রাজা ও রাজ্যের নাম হল কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যঘ্ররাজ, কোরালার মন্ত্ররাজ,

ঝাঁসিদুর্গ, বিষ্ণুপুরের রাজা মহাবীরসিংহ, ত্রিপুরার রাজা সমর, কাঞ্চী রাজ বিষ্ণুগোপ, চিতাগুড়ের রাজা নীলরায়, মেদিনীর রাজা রঙ্গ সিংহ, সিকাকুলের রাজা উগ্রসেন, দেবরায়ের রাজা ক্ষীরের, ক্ষেমাপুরের রাজা নিরঞ্জন এবং মহাজনপদের রাজা প্রতাপ। এই রাজ্যগুলির অধিকাংশ যে দেশের বা কাছাকাছি, সেখানে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মন্ত্রিপরিষদের কাছে বিষ্ণুপুর বেশি ভিন্ন মতামত ছিল। সেনাপতি ছিল সেনা নিয়ে, সেনাপতি ছিল সেনা নিয়ে। হেমন্তের রাজ্য ছিল ভবিষ্যৎ রাজ্যের সম্ভাবনা চেলায়। পুষ্পক্ষেত্র মোহারির চেলায়। এবং সেনাপতি বিজয়াদিত্য, এবং ক্ষেমাপুর বড়লা স্থির অবস্থা চেলায়। কাঞ্চী হল চিমলাপুর চেলার কাঞ্চী পুরণ।

* রাজের বৈশিষ্ট্য :- সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য গঠনের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় -

প্রথমটি শত্রুকে পরাজিত করা, দ্বিতীয়টি জয়ে সৃষ্টি দেওয়া প্রতিবন্ধক রাজার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার কৃত রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া এবং সাম্রাজ্যে পরিণত প্রত্যেক রাজাকে ভয় দেখিয়ে তাদের দিয়ে রচনা খোদিত স্তম্ভ করালেন যিনি তাদের নিজ রচনা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর দ্বারাতে, দিগ্বিজয় প্রকৃত সাফল্যের জন্য এবং সমস্ত ভারত বর্ষের অধিপতি হয়ে মনে করে ভিন্ন ভিন্ন দিগ্বিজয়ের আনুগত্য হন।

* কীর্তিবর্মা রাজ বংশ :- গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তরে ও পূর্বে অবস্থিত সমতট, নেপাল, কামরূপ, দেবাক, এবং কর্তৃপুর রাজ্যের সামন্তরাজ ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের কয়েকটি বিজয়ের ফলে, সমতট ব্যতীত উত্তর ভারতের সকল রাজা তাঁর করদ রাজায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রাজাগণ তাঁর করদ রাজা হয়নি। তাঁর দিগ্বিজয় ছিল মূলত উত্তর ভারতের রাজাদের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ভারতের রাজাদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো সরাসরি অভিযান পরিচালনা করেননি। তবে দক্ষিণ ভারতের রাজাগণ তাঁর ভয়ে ভীত ছিল। তাই তিনি দক্ষিণ ভারতের রাজাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া তিনি পশ্চিম ভারতের শকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দেবপুত্র, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের দ্বারা সেবিত ছিলেন। তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দেবপুত্র, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের দ্বারা সেবিত ছিলেন। তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দেবপুত্র, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের দ্বারা সেবিত ছিলেন। তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দেবপুত্র, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের দ্বারা সেবিত ছিলেন। তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দেবপুত্র, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের দ্বারা সেবিত ছিলেন। তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দেবপুত্র, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের দ্বারা সেবিত ছিলেন। তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দেবপুত্র, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের দ্বারা সেবিত ছিলেন। তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দেবপুত্র, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের দ্বারা সেবিত ছিলেন। তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দেবপুত্র, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের দ্বারা সেবিত ছিলেন। তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দেবপুত্র, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের দ্বারা সেবিত ছিলেন।

এবং বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া উন্নত মুদ্রা সংস্কৃতির প্রমাণ মুদ্রাগুলি।

* মুখুষী প্রাচীন: — অনুমানযুক্ত সাতবাহন সাম্রাজ্য সাহিত্য সাধক ব্যবসায়ী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁরা বুদ্ধ এর ধর্ম গ্রহণ করে। বিশ্বাসী হওয়ায় উৎসাহ করেছিলেন। এবং তা করতে গিয়ে উৎসাহ পর্যায়ক্রমে ছবিমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন, এলাকা বাদ প্রসারিত। এই সাতবাহন অনুমানযুক্তের। মুখুষী প্রাচীন এর পরিচয় পাই। এই বলাবলি করা হয়েছে। শুধু কাঠের বলিয়ে তিনি কারণের উৎসাহ লাভ করেন। তিনি এতগুলি যুদ্ধের এক সাংস্কৃতিক ছিলেন। এর সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর বৃহস্পতি ও নারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁর সমন্বয় এবং ইতিহাসবিদ ইলা করেছেন। এর সমন্বয় মুদ্রায় এবং ইতিহাসবিদ কৃতি পরিচিত থাকায় এ সাহিত্য সংস্কৃতি লেখে, তিনি নিজের সাক্ষ্য বড়লোক ছিল। তাই। মুখুষী সাক্ষ্য বাদে সাক্ষ্য বড়লোক হয়ে প্রাচীন পরিচয় করেছেন। ব্রাহ্মণ ধর্মের সুখলোপ হয়েছে পরবর্তী বড়লোক না, সক্ষ

অনুমানযুক্ত বলিতে বিশেষ ছবিমুদ্রা প্রচলন করেন। এবং এইসব মুদ্রা খুব বিশেষ মানের। পুরাণের লেখার নিদর্শন মুদ্রাগুলিতে অনুমানযুক্ত যে লিপিতে লিখেছিল সেগুলি হল পরাক্রমশালী, বৃষ্ণ পরশু, বৃষ্ণ পরাক্রমশালী, গৌতমী বলশ্রী, গৌতমীপুত্র ইত্যাদি। এরকম দুর্গম, হৈমবতী, স্বামী পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে অনুমানযুক্তের ব্যতীত কালে মুঘল সাম্রাজ্য প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে। এই সাম্রাজ্যের প্রথম থেকে শিখরে পৌঁছে।

vivo Y22 · Tanu
Jun 6, 2023, 13:36

[illegible] বন্ধ রাখার [illegible] এবং [illegible] সম্পর্ক নয়। এটি, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে সম্প্রতি সমকামী যুগল বিয়ের বৈধতা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে চলার ঘোষণা দিয়েছে। এর সমকামীদের বিবাহ বন্ধ করার জন্য বিশেষ আইন তৈরি করার কথা বলেছেন। এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে সমকামীদের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করার কথা বলেছেন।

26/12/16